মায়াবিনী- আরিফুল ইসলাম সাকিব

কাজল কালো মায়াভরা
তোমার দুটি চোখ,
দেখলে তোমায় নয়ন জুড়ায়
হারায় সকল শোক।

তোমার মুখের মিষ্টি হাসি
আমার প্রাণের সুখ,
সুখের মাঝে যাই হারিয়ে ভুলি সকল দুখ।

পটল চেরা নয়ন তোমার গোলাপ রাঙা ঠোঁট,
দন্ত রাজির মৃদু ঝিলিক
অন্তরে দেয় চোট।

তোমায় নিয়ে স্বপ্ন রচে
কাটে দিবস- রাত,
সঙ্গী হয়ে সারা জীবন
থেকো আমার সাথ।

“মুজিবকে মনে পড়ে”- সাইমা আজগর সামিয়া

মুজিব তুমি বিস্ময়,
মুজিব তুমি প্রদীপ।
আলোর দিশা তুমি
চেয়েছিলে দেখতে সোনায় মোড়ানো
সজীব বাংলাকে
চেয়েছিলে দেশের মানুষের জন্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে।

তাইতো,
নিজেকে বলিদান করে
করেছো কারাবরণ।
তাইতো,
বলেছো মুক্তির পদ্য-
“এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম”।
বাঙালি জাতি হয়েছে উৎগ্রীব
তোমার পদ্য শুনে।
জনক!
তুমি আজ নেই

আল্লাহ্ নামে- নুর ইসলাম

আল্লাহ্ নামে সূর্যি মামা,
ছড়ায় আলোর রাশি!
কুসুম কলি সবার মুখে।
ফুটে আলোর হাসি,
পাখিরা সব মিষ্টি ভোরে।
জোরে করছে কলরব –
গুনগুনিয়ে সবাই করছে। আল্লাহ্ নামের জব।
আল্লাহ্ নামে হাওয়া এসে, চারিদিকে দুলে।
মাজিরা সব আল্লাহ্ নামে-আসে নদীর কুলে।
আল্লাহ্ নামে সকাল সন্ধ্যা, দেখি শান্তির আলো।
গুনগুনিয়ে তারি গানে-
থাকি ভীষণ ভালো।

শীতের ছবি চোখে- শরীফ সাথী

শীতের দিনে কুয়াশারা ঘিরে থাকে,
হীমেল হাওয়া সাগর নদীর তীরে থাকে।
রোদ না উঠলে পশুপাখি নীড়ে থাকে,
সবুজ শ্যামল ঘাসের বনে
সকাল সাঁঝ উচ্ছ্বাসের মনে
সুপ্ত শিশির সকল কিছুর ভীড়ে থাকে; বারেবারে চোখে ছবি ফিরে থাকে।

কুয়াশা মেঘ আকাশ যেন ছেঁয়ে থাকে, সূর্য মামার উঁকি ঝুঁকি চেয়ে থাকে।
ফড়িংয়ের দল নেচে পালক বেয়ে থাকে,
বাবা মায়ের ঢের আদরে
গায় জড়িয়ে লেপ চাঁদরে
সব শিশুরা খই মুড়ি গুড় খেয়ে থাকে;
কাঁপন সুরে শীতেরই গান গেয়ে থাকে।

জানো আজ কাল – হাসিনা হারভীয়া

জানো আজ কাল বুকের ভিতরটাই
কেনো জানি খুব, খুব ব্যথা করে
কোথায় যেনো একটা কষ্ট নীরবে কাঁদায়
জানো খুব যন্রনা হয় বুকের ভিতর টাই

যখন খুব কষ্ট হয়, তোমাকে আকড়ে ধরে
তোমার বুকে মুখ লুকাতে ইচ্ছে করে তাই তো আমি বার বার ছুটে যায় তোমার হৃদয় নীড়ে অন্তর জমিনে

জানো যখন তোমাকে আকড়ে ধরে
তোমার বুকে আমি মুখ লুকাই
তুমি যখন তোমার সমস্ত ভালোবাসা গুলো আমাকে উজার করে দাও তখন
আমার সমস্ত কষ্টগুলো কোথায় যেনো হারিয়ে যায় দুরে বহুদুরে

জানো যখন অভিমান গুলো অন্তরে বাসাবাঁধে তখন হৃদয় দিয়ে কাব্য লিখি তুমি যখন কষ্ট দাও আমায়
আমার হৃদয় প্রান্তরে বেদনায় অশ্রুঝরে নীরবে দুচোখে তখন
মনটা হয়ে পড়ে দিশেহারা আর একাকীত্ব

আমি যেদিন চিরো তরে হারিয়ে যাবো সেদিন হয়তো তুমি বুঝবে আমি তোমাকে কতটা ভালোবেসেছি
সেদিন কিন্ত আমি আর ফিরে আসবো না

সেদিন আমি ধ্রবতারা হয়ে জ্বলব হাজার তারার মাঝে আমায় খুজে দেখো হাজার তারার ভিড়ে
তোমাকে ছেড়ে থাকার কথা ভাবলেই
কেনো জানি বুকের ভিতরটাই
খুব ব্যথা করে, খুব যন্ত্রনা হয়

জানো টুকরো টুকরো কষ্টগুলো
আজ কাল খুব চোখে অশ্রু ঝরায়।

তুমি – ভালোবাসার রেণু —

মাহবুবা করিম

প্রিয় শত্রুর ঠোঁটকেও
আমি সুন্দর বলতে কার্পণ্য করি না। বুকের এভারেষ্ট-নিতম্ব !
তাও-তো বিস্ময়ে আড় চোখে দেখি। তন্দ্রার ভেতরে-বাইরে তুলি নৃত্যের ঝড়।

তুমি– তুমিতো খঞ্জর বিঁধিয়ে
হৃদে আসন পেতেছো কতকাল।
তোমারে দেখি কী কৌশলে-স্নানঘরে
সে কথা লিখি না কবিতায়।

পাছে জেনে যায়।
জেনে যায় লোকে।
প্রেমিকের বাড়ে কোলাহল।

বাবা যেন বেওয়ারিশ লাশ – রাকিবুল ইসলাম কবি

জায়গা জমি বড্ড আপন
ছেলে মেয়ের কাছে,
ভাগা ভাগির নাইরে দেরি
লাশটা বাবার পাছে।

দাফন বাবার পরে হবে
হিসেবটা নাও সেরে,
মৃত্যুর পরেও যাচ্ছে বাবা বারে বারে হেরে।

মসজিদেরই সামনে শুয়ে নিথর বাবার দেহ,

যাদের জন্য রক্ত পানি দেখলো নারে কেহ।

বাবা বুঝি কোন সময়
দিয়ে ছিল খেতে,
খবর শুনে তাই কুকুরের হয়নি দেরি যেতে।

রাত জাগিয়া দেয় পাহারা পারেনি তো সইতে,
বন্দী তোদের মনুষ্যত্ব বুঝি কেবল বইতে।

বলছে কেঁদে বাবারই লাশ কবে দিবি মাটি,
আমার জন্য অপেক্ষাতে চার পায়ার ঐ খাটি।

থাকবে পড়ে ধন সম্পত্তি অট্টালিকা ঘর,
লাশে আমার দিচ্ছে বলে
দুনিয়ার সব পর।

হায়রে ছেলে হায়রে মেয়ে
পশুর চেয়েও বোকা,
প্রভু ওদের মাফ করে দাও
ভালো থাকিস খুকি-খোকা।

ভালবাসার কথা – ফারুক রাজু

আমি অনেক ভালো আছি,
তুমি ও থাকো অনেক ভালো ।
নীল আকাশের ঠিকানায় থ
রোজ একটা চিঠি লিখো ।

আমার মনে, আমার অন্তরে
আছো তুমি রিদয় জুড়ে থ
দিও না অবহেলায় ঠেলে ,
রেখো পুষে তোমার অন্তরে ।

রেখো আমায়, ঝিনুক যেমন থ
খোলসের আবরণে, রাখে মুক্তা ।
আমার ভালবাসার ছোয়া,
যাবে তোমার স্পর্শ করে ।
তুমি আছো , তুমি থাকবে থ
আমার এই মন মাঝারে ।

সর্ষে ফুলের হাসি – জুলফিকার আলী

মাঠ ভরেছে হলুদ ফুলে
শীতকাল ভালবাসি,
সকালবেলায় হিম কুয়াশায়
সর্ষে ফুলের হাসি।

মাঠে মাঠে শিশির ছোঁয়ায় সর্ষে ফুলের রঙে,
শীত প্রকৃতি হেসে ওঠে আমার সোনার বঙ্গে।

সর্ষে বনে মধু নিতে
মৌমাছি দল ছোটে,
ক্ষেতজুড়ে খুশিতে ওড়ে দলে দলে জোটে।

ক্ষেতের আলে শীতের কালে সর্ষের ভুয়ে ভুয়ে,
মাঠের সৌন্দর্য বাড়িয়ে

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] – [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]–
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible],
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible],
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]